ইত্তেফাক
তারিখ 13 AUG 1986
পৃষ্ঠা 6 কলাম 3

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

নারীশিক্ষা ও জাতির উত্তরণ

আজেদা এনায়েতুল্লাহ্ শাম্মী

সমগ্র পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী এবং অর্ধেক পুরুষ। জাতীয় উন্নয়নের যে কোন রকম কাজে জনসংখ্যা বা জনশক্তির এই ব্যাপক অংশকে বাদ দিয়ে কোন জাতি অগ্রসর হতে পারে না। যখন কোন বৃহৎ ও মহৎ কাজে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যায় তখনি সে কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহক হিসাবে নারীশিক্ষা তাই দেশে দেশে যুগে যুগে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছে, শিক্ষা মানুষকে জ্ঞানের আলো দেয়, সভ্যতা নির্মাণে উদ্বুদ্ধ করে ও সত্যকে অনুধাবন ও উদঘাটন করার ক্ষমতা প্রদান করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা যোগায়। শিক্ষাকে তাই নারী-পুরুষ উভয়ের জীবনে পরিব্যাপ্ত করার উদ্যোগ-আয়োজন আজ পৃথিবীর সর্বত্রই পরিলক্ষিত।

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র ও উন্নয়নগামী একটি দেশ হিসাবে নারীর সুশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পেরেছে। কিন্তু নানা আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণে স্বাধীন দেশের উপযোগী নারীশিক্ষা ব্যবস্থা আজো আমরা গড়ে তুলতে পারিনি বলেই নারীশিক্ষা ক্ষেত্রে সংকট বৃদ্ধি পেয়েই চলছে। এ অবস্থায় জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও সংহতি জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক মূল্যবোধ উত্তরণে প্রয়োজনীয় ভারসাম্য সংযোজন করতে হলে নারীশিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের আরো তৎপর ও উৎসাহী হতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, রক্তমূল্যে অর্জিত স্বাধীন বাংলার মর্যাদা বহির্বিশ্বে যথারীতি বৃদ্ধি পাবে আমাদের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে দ্রুত উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে। শুধুমাত্র সুশিক্ষাই চরিত্রকে সুসংহত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। জাতীয় চেতনা ও দায়িত্ববোধকে উজ্জীবিত করবে। সুশিক্ষার প্রয়োজন শুধু জাতীয় স্বার্থে নয়, ব্যক্তিগত স্বার্থেও। আর এই সুশিক্ষার জিয়নকাঠির প্রাথমিক স্পর্শ আসবে নারীর কাছ থেকেই। দেশের ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভর করে নারী জাতির উপর। কারণ শিশুরা দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক। তারা যেভাবে গড়ে উঠবে, যে মানসিকতা নিয়ে বড় হবে, সেই মানসিকতায় ও সেই মূল্যবোধ নিয়েই তারা দেশ চালাবে। এই শিশু সমাজকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব নারী সমাজের। তাদের কচিমনকে আদর্শবান, চরিত্রবান করে গড়ে তুলতে পারে মায়েরাই। কারণ শিশুরা মায়ের সঙ্গই বেশী পছন্দ করে এবং মায়ের আদেশই অনুসরণ করে। সুতরাং এই যে একটা গুরুদায়িত্ব এটা নারী জাতিই সম্পাদন করে এবং জাতি গঠনে এই অবদান যে কতটুকু তা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত ফরাসী যোদ্ধা ও শাসক নেপোলিয়ান বোনাপার্ট একবার বলেছিলেন, "আমাকে একটা শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি দেব"।

নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে আজ আমাদের দেশে বহুবিধ সংকট বিরাজ করছে। অবৈতনিক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আমাদের গ্রামে-গঞ্জে ব্যাপকভাবে স্থাপিত হয়েছে। এসব বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার মান ও শিক্ষকের সংখ্যাসহ যাই হোক না কেন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ছাত্র-ছাত্রীর হারও কোন অংশে কম নয়। ছাত্র ও ছাত্রীর উপস্থিতি প্রায় সমান সমান; কখনোবা ছাত্র অপেক্ষা ছাত্রীর সংখ্যা বেশীই হয়ে থাকবে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে এক-তৃতীয়াংশ ছাত্রীও মাধ্যমিক স্তরে আসতে পারে কিনা সন্দেহ। ওখানেই তাদের লেখাপড়ার ইতি টানতে হয়। এর পেছনে মেধা নয় নানা প্রতিকূলতাই দায়ী। আমাদের গ্রামাঞ্চলে এখনো অনেক সামাজিক কুসংস্কার বিদ্যমান। ১২/১৩ বছর বয়সেই মেয়েদের সাংসারিক বেড়াজালে বন্দী করে পরের ঘরনী সাজানোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। তার কিশোরী সত্তাকে অগ্রাহ্য করে তাকে টেনে-হেঁচড়ে যুবতীর বর্মে আচ্ছাদিত করে পর্দার আড়ালে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস চলে। দেখা যায়, হয়তো কোন স্বভাবসুলভ চটপটে কিশোরীকে 'এত বড় মেয়ের আদিখ্যেতা' বলে অভিভাবকরা কটাক্ষ করে থাকেন। সে বড় হচ্ছে এটা যেন তার অপরাধ। আমাদের গ্রামগুলিতে এখনো বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে, আর একতরফাভাবে মেয়েরাই এসবের শিকার হচ্ছে। শিক্ষার অভাবে সেই বালিকা বধূ স্বামীর সংসারে গিয়ে বছর বছর সন্তানের মা হয় আর সাংসারিক যাঁতাকলে কোনক্রমে তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার প্রয়াস পায়। হয়তো সেই সংসারে তার শোক-দুঃখের অংশীদারও সে কাউকে পায় না। এই হচ্ছে আমাদের বাংলার নারীজীবন। তাই নারী শিক্ষার উন্নতিকল্পে আরো গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মূল্যবোধের দ্রুতগতিশীলতার সঙ্গে অভিভাবক মানস ও কার্যক্রম তালে তালে চলতে না পারলে নারীশিক্ষার আসল উদ্দেশ্য অপূর্ণ থেকে যাবে। শহরাঞ্চলের হাতে গোনা গুটিকয়েক বালিকা বিদ্যালয়ের কথা ছেড়ে দিয়ে বৃহত্তর গ্রামাঞ্চলের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে কোন এলাকায় ৮/১০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি বালিকা বিদ্যালয় হয়তো কোনভাবে তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণীতে উচ্চবিদ্যালয়গুলিতে যে সংখ্যক ছাত্র ভর্তি হয়ে স্কুলে আসার সুযোগ পেয়েছে মেয়েরা তার এক-তৃতীয়াংশও আসতে পারেনি। রাস্তার দূরত্ব, যাতায়াতে দুর্ভোগ, নদী-নালা, ভাঙ্গা সাঁকো ইত্যাদি প্রতিদিন পেরিয়ে স্কুলে যাওয়া-আসা লেখাপড়ার ক্ষেত্রে গ্রামের মেয়েদের একটা বিরাট বাধার। তাছাড়া গ্রামের ধানক্ষেত-পাট-

ইত্তেফাক
তারিখ 13 AUG 1986
পৃষ্ঠা 6 কলাম 3

ক্ষেত বেষ্টিত নিরিবিলি পরিবেশ মেয়েদের নিরাপত্তার সংকট স্বরূপ। মফস্বল এলাকায় বালিকা বিদ্যালয়গুলো অধিকাংশই উপজেলা সদরে অবস্থিত এবং এসব বিদ্যালয়গুলোতে কোন ছাত্রী নিবাস না থাকায় প্রত্যন্ত অঞ্চলের মেয়েরা এসব বিদ্যালয়ে পড়া-শুনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের ব্যবহারিক বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষার সুব্যবস্থা গ্রামের স্কুল তো দূরের কথা, অনেক উপজেলা উচ্চ বিদ্যালয়েও নেই। কাজেই দেখা যায়, নবম শ্রেণীতে উঠেই অনেক ছাত্র স্কুল বদলায়, কিন্তু মেয়েরা সুযোগের অভাবে বা যাতায়াতের অসুবিধাজনিত কারণে বা আর্থিক অসামর্থ্য হেতু মানবিক বিভাগেই পড়ে থাকে। নয়তো অষ্টম শ্রেণী পর্যন্তই পড়াশুনার যবনিকাপাত ঘটায়। সামর্থ্যবান ছাত্রীরা যদিওবা জেলা-শহরে অবস্থিত স্কুলগুলোতে ভর্তি হতে চায় তবুও সেখানে তীব্র প্রতিযোগীতায় স্থান পাওয়া সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। আর্থিক অনটনগ্রস্ত কোন অভিভাবকের একাধিক সন্তান থাকলে দেখা যায়, সেই অভিভাবক মেয়েদের স্কুলে যাওয়া সর্বাগ্রে বন্ধ করার পক্ষপাতী, মেয়েদের টাকা-পয়সা খরচ করে বেশী পড়াশুনা করানোতে কোন লাভ নেই। বিয়ের সময় যৌতুকটা ঠিকমত দিতেই হবে—ইত্যাদি ধারণা ও বিশ্বাস আমাদের অভিভাবক সমাজে বদ্ধমূল।

নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে এসব সংকট নিরসনে ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য। জেলা ও উপজেলা ভিত্তিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ ছাত্রী-নিবাস স্থাপন, রাস্তাঘাটের সংস্কার সাধন, গ্রামের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, একাধিক সন্তানের পিতার মেয়েদের পড়াশুনার জন্য বেতন মাফ ও অবস্থাভেদে বইপত্র সরবরাহ ইত্যাদি গঠনমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন। মেয়েদের জন্য বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক শিক্ষার সুযোগ ছাড়াও গার্হস্থ্য অর্থনীতি এবং সেলাই শিক্ষা ইত্যাদি প্রশিক্ষণ কোর্স উপজেলা ও জেলা স্তরে প্রাথমিক

(৭ম পৃঃ দ্রঃ)

নারী শিক্ষা ও জাতির উত্তরণ

(৬ষ্ঠ পৃঃ পর)

পর্যায় থেকে শুরু করার ব্যবস্থা নিতে হবে। জীবন সংগ্রাম উপযোগী নারীশিক্ষা ব্যবস্থাই হবে জাতীয় উন্নয়নের সোপান। বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রথাকে রোধ করে শুধু আইন প্রণয়নই যথেষ্ট নয়, আইনকে কঠোরভাবে প্রয়োগের ব্যাপারেও সচেতনতা আবশ্যক। এভাবে বাস্তবমুখী যুগোপযোগী ও উৎপাদন তথা কর্মমুখী নারীশিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। দেশের অর্ধেক অংশ এই নারীসমাজকে শিক্ষামুখী করে গড়ে তুলতে পারলেই জাতির উত্তরণ আরো ত্বরান্বিত হবে। মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য যতটা সম্ভব সম্প্রসারিত শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করে শিক্ষাকে আনন্দময় করে তোলার প্রকল্পও গ্রহণ করা যেতে পারে। আমাদের দেশে এখনো যেহেতু মেয়েদের আশা-আকাংক্ষার বাস্তবায়ন অনেকাংশে অভিভাবকের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল। সে কারণে মেয়েদের পড়ালেখার সামগ্রিক পরিবেশ তৈরীর কাজে অভিভাবকদের সহায়তা দান একান্ত কর্তব্য। মেয়েদের পড়াশুনার ব্যাপারে অভিভাবকদের দৃষ্টিভঙ্গীজাত বাধা ও নিরাপত্তাহীন অবস্থায় দূরীভূত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কারণ, জাতির উন্নতির মূলে রয়েছে ব্যাপক অর্থবহ নারী শিক্ষার প্রভাব।